14

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...26 OCT 1994...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষায় মেধা যাচাই

জনমত

দৈনিক বাংলার জনমত কলামে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা যাচাই প্রসঙ্গে কাজী মোহঃ মাহবুবুল হক লিখিত পত্রটি পাঠ করলাম (৫-১০-৯৪ ইং)। বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গত ৮-১০-৯৪ ইং তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অভিমত অনুষ্ঠানেও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা হয়েছে দায়সারাগোছের। মূল বিষয়ে কেউ তেমন আলোকপাত করলেন না। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত জনাব হকের পত্রটি আরও বিস্তারিত ও সুচিন্তিত হলে ভাল হত। তার সকল প্রস্তাব সমর্থন-যোগ্য নয়। যেমন, তার প্রথম প্রস্তাবে তিনি বলেছেন, "নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতি বাদ দিতে হবে।" এটা কেমন করে হয়? মেধা যাচাই করতে হলে কোন না কোন প্রকার পরীক্ষা নিতেই হবে। আর এক্ষেত্রে রচনামূলক পরীক্ষা বাদ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, লেখালেখি গঠিত আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজকর্ম রচনাধর্মী। ব্যক্তি জীবনে বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের কাছে চিঠি লেখাটাও রচনাধর্মী কাজ।

শিক্ষা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে একটা রিপোর্ট লেখা তাও রচনাধর্মী কাজ। পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার বিবরণ লিখতে চান? এও রচনাধর্মী কাজ। মাধ্যমিক পর্যায় মেধা যাচাইয়ের প্রসঙ্গে এই যে পত্রটি লেখা হচ্ছে এটাও রচনাধর্মী। কাজেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে রচনাধর্মী পরীক্ষা বাদ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। চেষ্টা করতে হবে রচনাধর্মী পরীক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে একে কি করে ত্রুটিমুক্ত করা যায়। যেমন ১. বর্ণনামূলক প্রশ্ন ২. বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ৩. আলোচনা বা ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ইত্যাদি। আবার প্রশ্নের উত্তরের আয়তন নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশ্নও করা যায়। যেমন, কোন প্রশ্নের উত্তর ৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে, কোন প্রশ্নের উত্তর ২০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। আবার কোন প্রশ্নের উত্তর ১০০ শব্দের মধ্যে শেষ করতে হবে। আমার কথা হল পুনরাবৃত্তি করার রেওয়াজ বাদ দিতে হবে। বইয়ের সকল অধ্যায় থেকেই প্রশ্ন করতে হবে। সকল অধ্যায়কেই গুরুত্ব দিতে হবে।

এবার আসা যাক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথায়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কখনও রচনাধর্মী প্রশ্নের বিকল্প হতে পারে না। এটা হবে সহায়ক মাত্র। জীবন কখনও "টিকমারা" বা "গুলটি মালা" (অর্থাৎ উত্তরপত্রে পেন্সিল দিয়ে গোল দাগ দেয়া) নয়। পরীক্ষা তথা পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিভ্রাট চলছিল। এ বিভ্রাট মোটেও রচনাধর্মী পরীক্ষা নিয়ে ছিল না। সরকার তথা কর্তৃপক্ষ সরল বিশ্বাসে এবং খোলা মনেই পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভ্রাট নিরসনের জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন পন্ডিতদের উপর। কিন্তু আফসোস, আমাদের তথাকথিত পন্ডিতগণ পরীক্ষাপদ্ধতির উন্নয়ন বা সংস্কারের বদলে মাধ্যমিক পরীক্ষার সর্বনাশ করে ছেড়েছেন। তারা যে পদ্ধতি উপহার দিলেন, তাতে ভাল ছাত্র পঞ্চাশে পঞ্চাশ পায়-আবার খারাপ ছাত্রও তাই পায়। ফলে, মেধা যাচাইয়ের বিভ্রাট দেখা দিল। পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়ন বা সংস্কার করতে গিয়ে তারা একাধিক মৌলিক ভুল করেছেন। পরীক্ষা হল মেধা যাচাইয়ের জন্য-একথাটি তারা ভুলে গিয়ে তারা পরীক্ষকের কাজকে সহজ করতে (যেমন ত্বরিত উত্তরপত্র দেখা) এবং পরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাজকে সংক্ষিপ্ত করতে (যেমন, ত্বরিতে ফল প্রকাশ করা) চেয়েছেন। ফলে, বিপর্যয় দেখা দিয়েছে মেধা যাচাইয়ে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন একদিকে যেমন কখনও রচনাধর্মী প্রশ্নের বিকল্প নয়-আবার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কোন খারাপ জিনিসও নয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন যথার্থ হল কিনা তা বিবেচনার বিষয়। সাধারণ নিয়ম হল (যে নিয়মগুলো সাধারণভাবে মূল্যায়ন সংক্রান্ত বইপুস্তকে দেয়া থাকে) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চার/পাঁচ রকমের করতে হবে।

যেমন ১. শুদ্ধ উত্তর যাচাই /বাছাই ২. শূন্য-স্থান পূরণ ৩. সত্যমিথ্যা নির্ধারণ ৪. যথাযথ বা প্রাসঙ্গিক বাক্যাংশ মেলানো (ম্যাচিং) ৫. অসম্পূর্ণ বাক্য একাধিক শব্দে সমাপ্তকরণ ৬. এক বাক্যে দুই বাক্যে, বা নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের মধ্যে উত্তর লিখন, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের পন্ডিতগণ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে মাত্র এক প্রকার (অর্থাৎ শুধুমাত্র দেয়া বিকল্প থেকে শুদ্ধ উত্তর বাছাই করে টিক চিহ্ন দেয়া) প্রশ্নের ব্যবস্থা করেছেন। এটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও নিম্ন মানের। এখানে আন্দাজ করে টিক দিয়ে বা ভাসা ভাসা জ্ঞান থেকে বহু ক্ষেত্রেই শুদ্ধ উত্তর করা যায়। শুধুমাত্র এক রকম প্রশ্ন দেয়ার ফলেই ভাল ছাত্র (মেধাবী ছাত্র) যে নম্বর পায়, খারাপ ছাত্রও (অর্থাৎ কম মেধাবী) সে নম্বর পায়। যদি প্রশ্নপত্রে পাঁচ/ছয় রকম প্রশ্ন দেয়া হত তাহলে দেখা যেত মেধাবী ছাত্র বেশী নম্বর পাচ্ছে আর কম মেধাবী ছাত্র পাচ্ছে কম নম্বর। যখন কোন পরীক্ষায় এমন হবে তখনই বুঝতে হবে পরীক্ষাপদ্ধতি সঠিক।

বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করার আছে। বর্তমান ব্যবস্থায় দেখা যায়, চারটি রচনা পড়লেই তিনটি কমন পড়ে। কোন কোন ছাত্র দুইটি রচনা পড়েও একটি রচনা কমন পেয়েছে। এসব ছাত্ররা পরীক্ষায় রচনা লিখে ভাল নম্বর পেলেও জীবনে রচনা লিখতে পারে না। এ ধরনের অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য ৩০০ সুলিখিত রচনার একটা পাঠ্যবই থাকবে। এখান থেকে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য ১০০ রচনা পাঠ্য থাকবে। পরীক্ষার সময় এই এক শত রচনা থেকে ৪/৫টি রচনা লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন করে পরীক্ষায় দিলে ছাত্ররা ঠিকই রচনা বই পড়বে এবং রচনা লিখতে শিখবে। আসলে প্রত্যেকটি বিষয়ের বেলায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নে আলাদা কৌশল থাকতে হবে। বইয়ে দেয়া প্রশ্নের মত অবিকল প্রশ্ন দেয়া মোটেও সমীচীন নয়। আর প্রশ্ন করতে হবে এমন যাতে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা যায়।

জনমত কলামের সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে এসএসসি পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে যারা পরীক্ষাপদ্ধতি উন্নয়নের তথা সংস্কারের জন্য কাজ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে দু একটি কথা বলে বর্তমান লেখাটি শেষ করতে চাই। পরীক্ষা হবে মেধা যাচাইয়ের জন্য, ফলাফলে পরীক্ষার্থীর যথাযথ স্থান নির্ধারণের জন্য। পরীক্ষা কখনও কাউকে ফেল করানোর জন্যও নয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বেশী পরীক্ষার্থী পাস করলে বা বেশী নম্বর পেলে অনেকে নাখোশ হচ্ছেন। আসলে এসএসসি পরীক্ষায় শতকরা নব্বই (৯০) জন পাস করলেও ভ্রুকুচকানো বা চোখ উল্টানোর কিছুই নেই। আসলে আমাদের এসএসসি পরীক্ষা শতকরা নব্বই জনই পাস করা উচিত। তবে যারা পাস করবে তাদের শত করা নব্বই জন অবশ্যই স্টার পাবে না বা প্রথম বিভাগে পাস করবে না। আরও মনে রাখতে হবে পরীক্ষকের কাজ সহজ করতে হবে বা ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করতে হবে পরীক্ষা সংস্কার কখনও এ জন্য নয়-পরীক্ষা সংস্কার হবে মেধা যাচাইয়ের জন্য। পরীক্ষাপদ্ধতি হবে এমন যে যারা মেধায় প্রথম পর্যায়ের তারাই প্রথম বিভাগে চিহ্নিত হবে; আর যারা তৃতীয় পর্যায়ের তারা পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগেই চিহ্নিত হবে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক পরীক্ষার্থী নৈর্ব্যক্তিক অংশে পঞ্চাশ পাচ্ছে, কিন্তু রচনামূলক অংশে পাচ্ছে পাঁচ/সাত। এমন হওয়া ঠিক নয়। তাই পরীক্ষা উন্নয়নের জন্য যারা কাজ করবেন আশা করি তারা এ বিষয়ে সচেতন হয়েই কাজ করবেন। আর কর্তৃপক্ষেরও উচিত পরীক্ষা-মূলকভাবে ট্রায়াল না দিয়ে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও শিক্ষিত অভিভাবকদের মতামতের তোয়াক্কা না করে কোন পদ্ধতি লাখো লাখো ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে না দেয়া।

এই সংক্ষিপ্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে কাজ করলে আশা করি পরীক্ষার ফলাফল ও মেধা যাচাইয়ে বিপর্যয়ের ধস নামবে না।

মুঃ আবদুর রসুল
৬/১ নায়েম ক্যাম্পাস
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।